আলো খোঁজার গল্প

শিশুদের প্রার্থনা গাইড

১৭ই - ২৬শে অক্টোবর ২০২৫

যীশুর
উপমাগুলি জানো,
প্রার্থনায় বেড়ে
ওঠো, এবং তাঁর
আলো ছড়িয়ে দাও!

হিন্দু বিশ্বের জন্য শিশুদের ১০ দিনের প্রার্থনা

2BC 2 BILLION CHILDREN | 110 Cities | 24:14 | WEA WORLD EVANGELICAL ALLIANCE | PRAYER TOOLS

WWW.110CITIES.COM

আলো খোঁজার গল্পে স্বাগতম! হিন্দু বিশ্বের জন্য ২০২৫ সালের ১০ দিনের প্রার্থনা

"তোমাদের আলো অন্যদের সামনে উজ্জ্বল হোক, যাতে তারা তোমাদের ভালো কাজগুলো দেখে এবং স্বর্গে তোমাদের পিতার গৌরব প্রকাশ করে।" — ম্যাথিউ ৫:১৬

আমরা ভীষণ আনন্দিত যে তুমি আমাদের সঙ্গে যোগ দিয়েছ! এই ১০ দিনের প্রার্থনা অভিযানটি সমস্ত জায়গার শিশুদের জন্য ডিজাইন করা হয়েছে, বিশেষ করে ১৩ বছরের কম বয়সী শিশুদের জন্য এবং যারা তাদের সঙ্গে প্রার্থনা করতে চান তাদের জন্য। একসাথে, আমরা আবিষ্কার করতে চলেছি যীশুর বলা আশ্চর্যজনক কিছু গল্প এবং সেইসঙ্গে বিশ্বজুড়ে সমস্ত বিশ্বাসীদের সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ প্রার্থনায় যোগ দেব।

১৭ই অক্টোবর শুক্রবার থেকে ২৬শে অক্টোবর রবিবার পর্যন্ত, প্রতিদিন এই গাইডে একটি করে শক্তিশালী থিমের ওপর আলোকপাত করা হবে — যেমন নিখোঁজ, শান্তি, সম্পদ, সাহস এবং ভবিষ্যৎ। শিশুরা যীশুর উপমাগুলির একটি করে পড়বে, সেটা নিয়ে ভাববে, আত্মা-পরিচালিত একটি সহজ প্রার্থনা করবে এবং মজার কিছু কাজ করবে যেগুলি বাড়িতেই করা যায়। এছাড়াও থাকবে প্রতিদিন একটা করে ছোট স্মরণীয় বাক্য এবং একসঙ্গে গাওয়ার জন্য একটি উপাসনা গান।

তুমি এই গাইড ব্যবহার করতে পারো ব্যক্তিগতভাবে সকালে, ঘুমাতে যাওয়ার আগে, অথবা পরিবারের সঙ্গে কিংবা বন্ধুদের নিয়ে প্রার্থনার সময়। প্রতিটি পাতাই রঙ, সৃজনশীলতা আর একসাথে প্রার্থনায় বেড়ে ওঠার সুযোগে পরিপূর্ণ।

আর একটা দারণ ব্যাপার কি জানো — শিশুদের প্রার্থনা হল বিশ্বজুড়ে চলা প্রার্থনার একটা বড় অংশ! প্রতিদিন, সারা পৃথিবী জুড়ে বড়রাও প্রার্থনা করছেন — বিশেষ করে হিন্দু বিশ্বের জন্য, যাতে শিশুরা এবং পরিবারগুলো যেন যীশুর সম্পর্কে জানতে পারে, যে তিনি সত্যিই পৃথিবীর আলো। এই গাইডটি এমনভাবে ডিজাইন করা হয়েছে যাতে শিশুরা সহজ উপায়ে এই বিশ্বব্যাপী প্রার্থনায় যোগদান করতে পারে, বিশ্বজুড়ে সকল বিশ্বাসীদের সঙ্গে ঐক্যবদ্ধভাবে তাদের কণ্ঠস্বরও মেলাতে পারে।

আমরা বিশ্বাস করি, প্রার্থনার সময় ঈশ্বর শিশুদের সঙ্গে এবং তাদের মাধ্যমেই কথা বলবেন — এবং বাবা-মা ও অন্যান্য বড়দেরও তাদের সঙ্গে প্রার্থনায় যোগদানের সময় অনুপ্রাণিত করবেন।

তাহলে তোমার বাইবেল, রঙ পেনসিল এবং এমনকি এক বাটি খাবারও নিয়ে নাও... কারণ এই অক্টোবরে, আমরা একসাথে যীশুর গল্পগুলোর অভিযানে যাচ্ছি!

যেমন জন ৮:১২ আমাদের মনে করায়:
"আমি পৃথিবীর আলো। যারা আমাকে অনুসরণ করবে তাদের কখনও অন্ধকারে হাঁটতে হবে না, বরং সে জীবনের আলো পাবে।"

চলো আমরা প্রার্থনা করি, খেলি আর প্রশংসা করি — একসাথে ঈশ্বরের এই বিশাল বিশ্বব্যাপী পরিবারের অংশ হয়ে উঠি!

আমাদের প্রার্থনা এই ১০ দিন আমাদের সাথে কাটানোর সময় তুমি যেন আশীর্বাদ পাও এবং উৎসাহিত হও।

দ্য আইপিসি / ২বিসি টিম

আলো খোঁজার গল্প

শিশুদের প্রার্থনা গাইড
১৭ই - ২৬শে অক্টোবর ২০২৫

সূচীপত্র

		পৃষ্ঠা
স্বাগতম!		০২
কেন আমরা হিন্দু মানুষদের জন্য প্রার্থনা করছি?		০৪
জাস্টিনের গল্প		০৫
শিশুদের জন্য আমাদের 2BC দৃষ্টিভঙ্গি		০৬
B.L.E.S.S. (ব্লেস) কার্ড		০৭
গান – জেসাস ইজ দ্য লাইট অফ দ্য ওয়ার্ল্ড! (যীশু হল বিশ্বের আলো)		০৮
আলোকিত হও! লাইট অফ দ্য ওয়ার্ল্ড সিনেমার জন্য প্রার্থনা		০৯
১ম দিন – ১৭ই অক্টোবর: নিখোঁজ	(ঈশ্বর ভুলে যাওয়া আর কষ্টে থাকা মানুষদের খুঁজে নেন)	১০
২য় দিন – ১৮ই অক্টোবর: ভিড়	(যীশু ভিড়ের মাঝেও প্রতিটি মানুষকে দেখেন)	১১
৩য় দিন – ১৯শে অক্টোবর: যাত্রা	(ঈশ্বর বাড়ি থেকে দূরে থাকা শ্রমিকদের খেয়াল রাখেন)	১২
৪র্থ দিন – ২০শে অক্টোবর: শান্তি	(যীশু ভয় ও লজ্জার ঝড় শান্ত করেন)	১৩
৫ম দিন – ২১শে অক্টোবর: সম্পদ	(ঈশ্বরের চোখে প্রতিটি শিশুই মূল্যবান সম্পদ)	১৪
৬ষ্ঠ দিন – ২২শে অক্টোবর: নিরাময়	(মানুষের ভেদাভেদের মাঝে যীশু শান্তি নিয়ে আসেন)	১৫
৭ম দিন – ২৩শে অক্টোবর: স্বাগতম	(ঈশ্বরের রাজ্য ছোট-বড় সকলকে স্বাগত জানায়)	১৬
৮ম দিন – ২৪শে অক্টোবর: সাহস	(ঈশ্বর যীশুর জন্য আমাদের সাহসী করে তোলেন)	১৭
৯ম দিন – ২৫শে অক্টোবর: মূল্য	(ছোট ছেলেমেয়েদের ঈশ্বর দেখেন এবং ভালোবাসেন)	১৮
১০ম দিন – ২৬শে অক্টোবর: ভবিষ্যৎ	(যীশু আশা ও আনন্দ দিয়ে ছোটদের হৃদয় ভরিয়ে দেন)	১৯
ধন্যবাদ		২০

আলো খোঁজার গল্প

শিশুদের প্রার্থনা গাইড
১৭ই - ২৬শে অক্টোবর ২০২৫

কেন আমরা হিন্দু মানুষদের জন্য প্রার্থনা করছি?

তুমি হয়ত ভাবছ, "এই অ্যাডভেঞ্চার-এর সময় আমরা প্রতিদিন কেন হিন্দু মানুষদের জন্য প্রার্থনা করছি?" এটা খুব ভালো প্রশ্ন — আর উত্তরটাও বেশ আশ্চর্যজনক!

আজ সারা পৃথিবীতে ১০০ কোটিরও বেশি হিন্দু মানুষ রয়েছে। বেশিরভাগই বসবাস করে ভারত এবং নেপালে, কিন্তু আরও অনেক দেশেও হিন্দু পরিবার রয়েছে — যেমন যুক্তরাজ্য (ইংল্যান্ড-স্কটল্যান্ড-ওয়েলস-উত্তর আয়ারল্যান্ড), আমেরিকা, কেনিয়া, এমনকি তুমি যেখানে থাকো তার আশেপাশেও। সব রঙিন উৎসব, ব্যস্ত মন্দির আর প্রতিদিনের প্রার্থনার আড়ালে রয়েছে আসল মানুষ — মা-বাবা, শিশু আর দাদু-দিদা — আর ঈশ্বর তাদের প্রত্যেককেই ভালোবাসেন।

বাইবেল বলে যে ঈশ্বর সমস্ত মানুষকে তাঁর নিজের প্রতিচ্ছবিতে সৃষ্টি করেছেন (জেনেসিস ১:২৭)। এর মানে হল প্রতিটি হিন্দু শিশুই দারুণভাবে সৃষ্টি আর তাঁর কাছে স্পেশাল। কিন্তু এখনও অনেক হিন্দু মানুষ যীশুকে চেনে না, যিনি বিশ্বের প্রকৃত আলো। হিন্দু উৎসব দিওয়ালি বা দীপাবলির সময়, ঘরবাড়ি এবং রাস্তাঘাট প্রদীপ, লাইট আর আতশবাজির আলোয় উজ্জ্বল হয়ে ওঠে "অন্ধকারের ওপর আলোর বিজয়" উদযাপন করার জন্য। কিন্তু শুধুমাত্র যীশুই প্রকৃত আলো নিয়ে আসতে পারেন যা কখনই নিভে যায় না।

সেইজন্যই আমরা প্রার্থনা করি! আমরা ঈশ্বরকে বলি তিনি যেন হিন্দু পরিবারগুলিকে দেখান যে তিনি তাদের দেখেন, তাদের ভালোবাসেন এবং তাদের রক্ষা করার জন্য তাঁর পুত্র যীশুকে পাঠিয়েছেন।

তোমার বাড়ির বড়রা হয়তো আরও বড় কিছুর জন্য প্রার্থনা করছে — ভারতজুড়ে সুসমাচার ছড়িয়ে পড়ার জন্য, শিশুরা যেন যীশুর সম্পর্কে জানতে পারে তার জন্য এবং পুরো পরিবার যেন একসাথে তাঁকে অনুসরণ করে তার জন্য। তুমিও ওদের সাথে যোগদানের জন্য খুব ছোট নও! শিশুদের প্রার্থনা স্বর্গ শোনে।

এটা একটা বড় টিমের অংশ হিসাবে ভাবো: বড়রা প্রার্থনা করছে, পাদ্রীরা প্রার্থনা করছে, বিশ্বজুড়ে গীর্জাগুলো প্রার্থনা করছে — এবং তুমিও এতে যোগ দিতে চলেছ! ঈশ্বর শিশুদের প্রার্থনা শুনতে ভালোবাসেন! প্রতিবার যখন তুমি প্রার্থনা করবে, তখন হিন্দু বিশ্বের জন্য ঈশ্বরের আলো আরও উজ্জ্বল হয়ে উঠবে।

তাই এই অ্যাডভেঞ্চার করার সময়, মনে রেখো: তোমার প্রার্থনা গুরুত্বপূর্ণ। ঈশ্বর তোমার কথা শুনছে। এবং তুমি একটি সুন্দর গল্প লিখতে সাহায্য করছো — যেখানে হিন্দু শিশু এবং পরিবারগুলো আবিষ্কার করবে যে যীশু তাদের কতটা ভালোবাসেন।

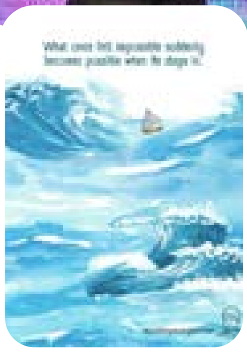

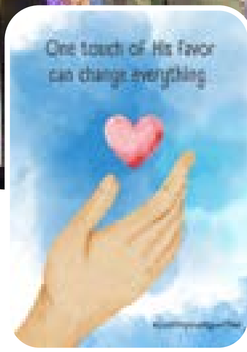

জাস্টিনের গল্প

জাস্টিন একজন দারুণ প্রতিভাবান তরুণ ইন্দোনেশিয়ান লেখক। সে অটিজম, কথা বলার জটিলতা এবং প্রতিদিনের অসংখ্য চ্যালেঞ্জ কাটিয়ে উঠেছে এবং মাত্র ৮ বছর বয়সে নিজের প্রথম বই প্রকাশ করেছে। এত অসুবিধা সত্ত্বেও, জাস্টিন লেখার মাধ্যমে বিশ্বজুড়ে অন্যদের অনুপ্রেরণা দিয়েছে এবং উৎসাহিত করেছে, সে তার বাধাগুলোকে নিজের শক্তির উৎসে পরিণত করেছে ।

১০ দিনের প্রার্থনা গাইড-এর প্রতিদিনের ভাবনা ও থিমগুলো জাস্টিনই লিখেছে। সে বিশ্বাস করে, এই লেখাগুলো আমাদের প্রত্যেকের জন্য আশীর্বাদ, সান্ত্বনা ও উৎসাহের বার্তা নিয়ে আসবে।

জাস্টিনকে ফলো করো ইনস্টাগ্রামে | জাস্টিনের বই কেনো | জাস্টিনের পরিচয়

তোমার স্বপ্ন কখনোই ছেড়ে দিও না! আমি ইন্দোনেশিয়ার, জাস্টিন গুনাওয়ান।

আজ আমি স্বপ্ন নিয়ে কথা বলতে চাই। ছোট হোক বা বড়—সব মানুষেরই কিছু না কিছু স্বপ্ন থাকে।

আমারও একটা স্বপ্ন আছে—আমি একদিন একজন বক্তা আর লেখক হতে চাই...কিন্তু জীবন সবসময় মসৃণ পথে চলে না। আর পথটা সব সময় পরিষ্কারও থাকে না।

আমার একটি গুরুতর রোগ আছে তা হল কথা বলতে পারার সমস্যা। আমি আমার ৫ বছর বয়স পর্যন্ত সত্যিই কথা বলিনি। ঘন্টার পর ঘন্টা ধরে থেরাপি নেওয়ার পর এখন আমি অনেকটা সুস্থ, যদিও এখনও মাঝে মাঝে আমার কথা আটকে যায় এবং সমস্যা হয়।

আমার কি কখনও নিজের ওপর করুণা হয়?
আমি কি নিজের জন্য দুঃখ অনুভব করি?
আমি কি কখনও আমার স্বপ্নকে ছেড়ে দিই?

না!! এটা বরং আমাকে কঠোর থেকে কঠোরতর পরিশ্রম করতে শিখিয়েছে।

সত্যি কথা বলতে কি, হ্যাঁ মাঝে মাঝে হয়।

আমি কখনও কখনও আমার পরিস্থিতি নিয়ে ক্লান্ত হয়ে পড়ি, হতাশ হয়ে যাই এবং উৎসাহ হারিয়ে ফেলি।

তো, তখন কি করি? শ্বাসপ্রশ্বাস নিই, বিশ্রাম করি এবং আরাম করি।
কিন্তু কখনোই হাল ছেড়ে দিই না!

জাস্টিন গুণাওয়ান (১৫)

তুমি কিভাবে উৎসাহিত হয়েছ সেটা জাস্টিন-কে জানাও এখানে

জাস্টিন সম্পর্কে আরও জানো...

জাস্টিনের দুই বছর বয়সে অটিজম ধরা পড়ে। পাঁচ বছর বয়স পর্যন্ত সে কথা বলতে পারত না। প্রতি সপ্তাহে ৪০ ঘণ্টা থেরাপি নিতে হতো তাকে। ১৫টি স্কুল তাকে ভর্তি নিতে চায়নি, অবশেষে একটি স্কুলে সে সুযোগ পায়। সাত বছর বয়সে তার লিখতে পারার দক্ষতা ছিল মাত্র ০.১ শতাংশ। কিন্তু তার মা তাকে কলম ধরা ও লেখা শেখাতে অদম্য পরিশ্রম করেছিলেন এবং তা ফলপ্রসু হয়। আট বছর বয়সেই, এক জাতীয় প্রকাশক জাস্টিনের লেখা বই প্রকাশিত করে।

কথা বলার অসুবিধা এবং অটিজমের সাথে প্রতিদিন লড়াই করা সত্ত্বেও, সে নিজের লেখার মাধ্যমে সারা বিশ্বের মানুষকে অনুপ্রাণিত করছে। তার কষ্ট আজ পরিণত হয়েছে শক্তির উৎসে। তার লেখা দেখা যাবে ইনস্টাগ্রামে @justinyoungwriter -এ গেলেই, যেখানে সে তার নিজের প্রতিদিনের অভিজ্ঞতার কথা শেয়ার করে এবং বিশ্বের নানা প্রান্তের মানুষের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করে।

শিশুদের জন্য আমাদের 2BC দৃষ্টিভঙ্গি

আলো খোঁজার গল্প

শিশুদের প্রার্থনা গাইড
১৭ই - ২৬শে অক্টোবর ২০২৫

আমাদের প্রার্থনা হল এই গাইডের মাধ্যমে যেন আমরা দেখতে পাই...

- শিশুরা তাদের স্বর্গীয় পিতার কণ্ঠস্বর শুনছে
- শিশুরা খ্রিস্টে তাদের পরিচয় জানছে
- শিশুরা অন্যদের সাথে তাঁর ভালবাসা ভাগ করে নেওয়ার জন্য ঈশ্বরের আত্মা দ্বারা অনুপ্রাণিত হচ্ছে

2 BILLION CHILDREN

ভিজিট করো www.2bc.world

B.L.E.S.S. কার্ড

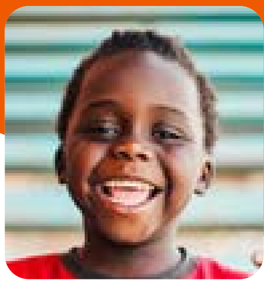

প্রার্থনা হবে ৫

প্রতিদিন ৫ মিনিট, যীশুর প্রয়োজন আছে এমন ৫ জনের নাম নিয়ে প্রার্থনা করো

১ ____________________

২ ____________________

৩ ____________________

৪ ____________________

৫ ____________________

কিভাবে প্রার্থনা করবে

১. পিতা, তাদেরকে তোমার ছেলে যীশুর দিকে টেনে নাও। (জন ৬:৪৪)

২. পিতা, তাদের আধ্যাত্মিক অন্ধত্ব দূর করো যাতে তারা সুসমাচার বিশ্বাস করতে পারে। (২ করিন্থিয়ান ৪:৪; অ্যাক্টস্ ১৬:১৪)

৩. পিতা, তাদেরকে অনুতাপ উপহার দাও যাতে তারা পাপ থেকে ফিরে আসতে পারে। (জন ১৬:৮; ২ টিমোথি ২:২৫-২৬)

৪. পিতা, আমাকে সাহস ও সুযোগ দাও যাতে তাদের সাথে সুসমাচার শেয়ার করতে পারি। (কলোসিয়ান ৪:৩-৪; অ্যাক্টস্ ৪:২৯-৩১)

৫. পিতা, অনুগ্রহ করে তাদের এবং তাদের পুরো পরিবারকে রক্ষা করো। (অ্যাক্টস্ ১৬:৩১)

তোমার দৈনন্দিন কাজের মাধ্যমে তাদের সাথে যীশুকে শেয়ার করো

দ্য B.L.E.S.S. লাইফস্টাইল

Begin with prayer I **L**isten to them I **E**at with Them
(**প্রার্থনা** দিয়ে শুরু করো) (তাদের কথা **শোনো**) (তাদের সাথে **খাও**)

Serve Them I **S**hare Jesus with Them
(তাদের **সাহায্য** করো) (তাদের সাথে যীশুর কথা **শেয়ার** করো)

pray for all

www.prayforall.com

আলো খোঁজার গল্প

শিশুদের প্রার্থনা গাইড
১৭ই - ২৬শে অক্টোবর ২০২৫

ইউটিউবের সঙ্গে গাও!

2BC-র এই প্রার্থনা গাইডটির সঙ্গে আমরা নিয়ে এসেছি আমাদের অসাধারণ থিম সং!

জেসাস ইজ দ্য লাইট অফ দ্য ওয়ার্ল্ড!
(যীশু হল বিশ্বের আলো)

কোরাস:
ক্ল্যাপ, ক্ল্যাপ, ক্ল্যাপ ইয়োর হ্যান্ডস!
স্ট্যাম্প, স্ট্যাম্প, স্ট্যাম্প ইয়োর ফিট!
শাইন, শাইন, শাইন সো ব্রাইট!
জেসাস ইজ দ্য লাইট অফ দ্য ওয়ার্ল্ড!
(আবার)

প্রথম স্তবক
হোয়েন আই ফিল লস্ট, ইউ কাম অ্যান্ড ফাইন্ড মি,
হোয়েন স্ট্রর্মস্ আর লাউড, ইয়োর পিস্ ইজ নিয়ার।
ইউ মেক মি স্ট্রং, ইউ অলওয়েজ গাইড মি,
ইয়োর ওয়ার্ড ইজ ট্রেজার আই হোল্ড নিয়ার!

কোরাস x ২

দ্বিতীয় স্তবক
ইউ ওয়েলকাম অল, বোথ গ্রেট অ্যান্ড স্মল,
ইয়োর লাভ গিভস্ কারেজ এভরি ডে।
ইয়োর সিড গ্রোস্ স্ট্রং ইন হার্টস্ দ্যাট লিসন,
ইয়োর লাইট উইল নেভার ফেড অ্যাওয়ে!

কোরাস x ৩

© ২০২৫ – IPC মিডিয়া / সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত।

শিশুরা উজ্জ্বল হয়ে উঠুক!
“লাইট অফ দ্য ওয়ার্ল্ড” সিনেমার জন্য উপাসনা এবং প্রার্থনা

যীশু হলেন বিশ্বের আলো – লাইট অফ দ্য ওয়ার্ল্ড!

আমরা যখন প্রার্থনা করব তখন সবচেয়ে রোমাঞ্চকর যে জিনিসটি মনে রাখতে পারি তা হল **যীশু হলেন বিশ্বের আলো (লাইট অফ দ্য ওয়ার্ল্ড)!** তাঁর আলো সব জায়গায় জ্বলজ্বল করে, এমনকি যেখানে অন্ধকার সেখানেও।

জন ৮:১২-তে, যীশু বলেছেন: “আমি পৃথিবীর আলো। যারা আমাকে অনুসরণ করবে তাদের কখনও অন্ধকারে হাঁটতে হবে না, বরং সে জীবনের আলো পাবে।”

এই গ্রীষ্মে, বিশ্বজুড়ে অনেক শিশু **SHINE! – ২৪ ঘন্টা উপাসনা এবং প্রার্থনা**-য় একত্রিত হয়েছিল। পুরো এক দিন ধরে, প্রতি ঘন্টায়, শিশু এবং পরিবারগুলি প্রার্থনা এবং উপাসনা করেছিল, ঈশ্বরের কাছে অনুরোধ করেছিল যে তিনি যেন নতুন অ্যানিমেটেড সিনেমা “লাইট অফ দ্য ওয়ার্ল্ড” এর মাধ্যমে লক্ষ লক্ষ শিশুর হৃদয় স্পর্শ করেন।

কিন্তু প্রার্থনা সেখানেই থেমে যায়নি! ঠিক যেমন এই গাইডটি থেকে আমরা যে গানটি শিখছি, জেসাস ইজ দ্য লাইট অফ দ্য ওয়ার্ল্ড, এটা ব্যবহার করে আমরা যখনই সুযোগ পাব তাঁর আলো উজ্জ্বল করে তুলব। হয়তো স্কুলের আগে, বন্ধুদের সঙ্গে গীর্জায় অথবা ঘুমাতে যাওয়ার আগে পরিবারের সঙ্গে।

দ্য লাইট অফ দ্য ওয়ার্ল্ড সিনেমাটি যীশুর গল্প বলে তাঁর সর্বকনিষ্ঠ প্রচারক, জন-এর চোখ দিয়ে, যখন সে শিশু ছিল এবং যীশুর একজন অনুসারী ছিল। সিনেমাটি সদ্য মুক্তি পেয়েছে আমেরিকা এবং আরও অন্যান্য কিছু দেশের প্রেক্ষাগৃহে।

রিসোর্স, আইডিয়ার জন্য **ভিজিট করো** www.2bc.world/shine এবং এখানে তুমি সিনেমার ট্রেলারও দেখতে পাবে। এখানে পাবে উপাসনার গান, অ্যাক্টিভিটি শিট এবং তোমার পরিবার কিভাবে প্রার্থনায় অংশ নিতে পারে সেইসব উপায়।

শেন এবং শেন -এর সঙ্গে একসাথে গাও – ‘লাইট অফ দ্য ওয়ার্ল্ড’ ম্যাডলে! অথবা সারা বিশ্বের অন্যান্য শিশুদের সঙ্গে মুক্তির কবিতার গান গাও।

চলো একসাথে, আমরা তাঁর আলো উজ্জ্বল করে তুলি (ম্যাথিউ ৫:৯) – আমাদের প্রার্থনায়, আমাদের কথায় এবং আমাদের জীবনে – যাতে আরও অনেক শিশু সেই আনন্দ, আশা এবং শান্তি আবিষ্কার করতে পারে যা শুধুমাত্র যীশুই দিতে পারেন!

www.2bc.world/shine

১ম
দিন

শুক্রবার ১৭ই অক্টোবর

আজকের থিম

নিখোঁজ

ঈশ্বর ভুলে যাওয়া আর কষ্টে থাকা মানুষদের খুঁজে নেন

স্বাগতম, অভিযাত্রী! আজ থেকে তোমার ঈশ্বরের সঙ্গে দারুণ এক অভিযান শুরু হচ্ছে। যীশু যে ভারতের মানুষদের কতটা ভালোবাসেন আর তোমার প্রার্থনাগুলো কতটা গুরুত্বপূর্ণ তা আবিষ্কার করার জন্য প্রস্তুত হও!

এই গল্পটা পড়ো!

লূক ১৫:৩–৭

গল্পের ভূমিকা...

যীশু একবার এক রাখালের গল্প বলেছিলেন, যার ছিল ১০০টি ভেড়া। একটি ভেড়া চড়তে চড়তে দলছাড়া হয়ে গেল আর হারিয়ে গেল। তখন রাখাল ৯৯টি নিরাপদ ভেড়া ফেলে রেখে সেই একটি হারানো ভেড়ার খোঁজে বেরিয়ে পড়ল। যখন সেটিকে পেল, তখন সে এতই আনন্দিত হলো যে ভেড়াটিকে নিজের কাঁধে তুলে নিয়ে বাড়ি ফিরে এল!

চলো এটা ভেবে দেখি:

তুমি কি কখনও অনুভব করেছ যে তুমি পরিত্যক্ত, তোমাকে সবাই ভুলে গেছে বা তুমি নির্বাচিত নও? যীশু বলেন, তোমাকে কখনও ভুলে যাওয়া হবে না! ঠিক যেমন রাখাল সেই একটি হারানো ভেড়াকে খুঁজে বের করেছিল, তেমনই ঈশ্বরও আমাদের প্রত্যেককে খুঁজে বেড়ান। এতে বোঝা যায় আমরা তাঁর কাছে কতটা মূল্যবান। এমনকি একজন মানুষও ফিরে এলে স্বর্গ আনন্দ উদযাপন করে!

চলো একসাথে প্রার্থনা করি

প্রিয় ঈশ্বর, তোমাকে ধন্যবাদ যে তুমি আমাকে কখনো ভুলে যাও না। দয়া করে প্রতিটি শিশুকে সাহায্য করো, বিশেষ করে যারা একাকী বা পরিত্যক্ত বোধ করে, তারা যেন বুঝতে পারে যে তারা তোমার কাছে কতটা মূল্যবান। আমেন।

কী করতে পারো:

একটা বড় হৃদয় আঁক আর তার মধ্যে একটা ভেড়া। লেখো: “ঈশ্বর আমাকে ভালোবাসেন!” তারপর এমন একটা শিশুর জন্য প্রার্থনা কর যে হয়ত পরিত্যক্ত বোধ করছে।

স্মরণীয় বাক্য:

“মানবপুত্র হারিয়ে যাওয়াদের খুঁজতে এবং উদ্ধার করতে এসেছেন।”
— লূক ১৯:১০

জাস্টিন মনে করে

কখনও কখনও আমার নিজেকে অদৃশ্য মনে হয়, যেন আমার অস্তিত্বই নেই। কিন্তু ঈশ্বর সর্বদা আমাকে খুঁজে নেন। তিনিই সেই রাখাল যে হারিয়ে যাওয়াটিকে খোঁজেন। যদি তুমি কাউকে একা বসে থাকতে দেখ, তাহলে হয়তো তুমিই সেই বন্ধু যাকে ঈশ্বর পাঠিয়েছেন।

বড়রা

আজ বড়রা, ভারতের নিপীড়িত ও ভুলে যাওয়া মানুষদের জন্য প্রার্থনা করছে — দলিত, নারী, পরিযায়ী এবং দরিদ্র — যেন ঈশ্বরের ভালোবাসা তাদের মর্যাদা ও আশা এনে দেয়।

এসো প্রার্থনা করি

> যীশু, তোমার ভালোবাসা দিয়ে ভারতের প্রতিটি ভুলে যাওয়া শিশুকে তুলে ধরো।

> প্রভু, ন্যায়বিচারের মাধ্যমে দরিদ্র, দলিত এবং নিপীড়িতদের রক্ষা করো।

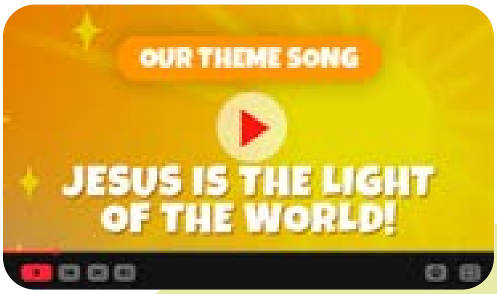

আজকের গান:

২য়
দিন

শনিবার ১৮ই অক্টোবর

আজকের থিম

ভিড়

যীশু ভিড়ের মাঝেও প্রতিটি মানুষকে দেখেন

হাই বন্ধু! আজ আমরা নতুন কিছু শিশুদের কথা জানব যারা অনেক দূরে থাকে। একসাথে আমরা তাদের জগতটা ঘুরে দেখব এবং প্রার্থনা করব যেন তারা যীশুর আলো জানতে পারে!

এই গল্পটা পড়ো!

জন ৬:১–১৪

গল্পের ভূমিকা...

এক বিশাল জনসমুদ্র যীশুকে অনুসরণ করে চলছিল। তারা ক্ষুধার্ত ছিল, কিন্তু শুধু একটি ছেলের কাছে খাবার ছিল — পাঁচটি রুটি এবং দুটি মাছ। যীশু খাবারকে আশীর্বাদ করলেন, এবং সবাই পেট ভরে খাবার খেল!

চলো এটা ভেবে দেখি:

কল্পনা করো, তুমি হাজার হাজার মানুষের মাঝে দাঁড়িয়ে আছো — এমন পরিস্থিতিতে নিজেকে ছোট মনে হওয়া সহজ। কিন্তু যীশু সেই ছোট ছেলেটিকে দেখেছিলেন এবং তার অল্প খাবার দিয়েই সবাইকে পেট ভরে খাওয়ার ব্যবস্থা করেছিলেন। ঈশ্বর শুধু জনসমুদ্রকে দেখেন না; তিনি প্রত্যেক ব্যক্তিকে দেখেন। এর মানে তিনি তোমাকে দেখেন, তোমার নাম জানেন এবং তোমার জীবনের যত্ন নেন।

চলো একসাথে প্রার্থনা করি

তোমাকে ধন্যবাদ যীশু, যে তুমি আমাকে এত ভিড়ের মাঝেও দেখতে পাও। আমাকে মনে রাখতে সাহায্য করো যে আমি তোমার কাছে গুরুত্বপূর্ণ। আমেন।

কী করতে পারো:

আজ তোমার কাছে আছে এরকম পাঁচটি জিনিসের নাম করো (যেমন খেলনা, জামাকাপড়, খাবার) এবং সেগুলির জন্য ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দাও।

স্মরণীয় বাক্য:

“যীশু সেই বিশাল জনসমুদ্রকে দেখলেন এবং তাদের প্রতি করুণা অনুভব করলেন।” — মার্ক ৬:৩৪

জাস্টিন মনে করে

ভিড়ের মধ্যে নিজেকে ছোট মনে করা সহজ। কিন্তু যীশু কখনও একটি মুখও ভুলে যান না। এমনকি তিনি একটি ছেলের খাবার দেখেছিলেন এবং বহু মানুষকে খাওয়ানোর জন্য তা ব্যবহার করেছিলেন। তোমার ছোট্ট কাজটি তাঁর বড় অলৌকিক কাজের অংশ হতে পারে।

বড়রা

আজ বড়রা, ভারতের বিশাল জনসমুদ্রের কথা ভাবছে, যেখানে লক্ষ লক্ষ মানুষ নিজেদের অদৃশ্য বোধ করেন। তারা প্রার্থনা করছে যেন প্রত্যেকে সুসমাচার শোনেন এবং ব্যক্তিগতভাবে যীশুর দেখা পায়।

এসো প্রার্থনা করি

> ঈশ্বর, ভারতের সুবিশাল জনতার ভিড়ে থাকা প্রতিটি মানুষকে দেখো এবং আশার আলো দেখাও।

> যীশু, তোমার সুসমাচার জনবহুল শহরগুলিতে আরও উজ্জ্বল করে তোলো।

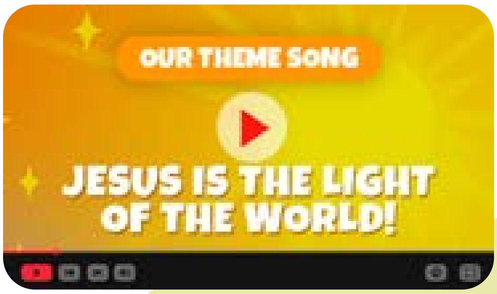

আজকের গান:

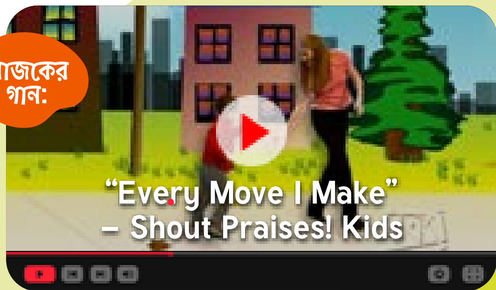

রবিবার ১৯শে অক্টোবর

৩য় দিন

আজকের থিম

যাত্রা

ঈশ্বর বাড়ি থেকে দূরে থাকা শ্রমিকদের খেয়াল রাখেন

আবার স্বাগতম, অভিযাত্রী! আজ আমরা রঙিন বাড়ি এবং ব্যস্ত রাস্তাগুলিতে উঁকি দেব। চলো প্রার্থনা করি সেখানকার প্রতিটি শিশু যেন ঈশ্বরের আনন্দ এবং আশা অনুভব করে!

এই গল্পটা পড়ো!

লূক ১০:২৫–৩৭

গল্পের ভূমিকা...

যীশু একজন ব্যক্তির কথা বলেছিলেন যাকে যাত্রাপথে আক্রমণ করা হয়েছিল। লোকেরা তাকে সাহায্য না করেই পাশ কাটিয়ে চলে যাচ্ছিল, কিন্তু একজন সামারিটান থামল। সে লোকটির যত্ন নিল, তার ক্ষতস্থানে ব্যান্ডেজ করে দিল এবং তাকে নিরাপদ স্থানে নিয়ে গেল।

চলো এটা ভেবে দেখি:

জীবন একটি চলার পথের মতো মনে হতে পারে — কখনও কখনও উত্তেজনাময়, কখনও কখনও কঠিন। পরিযায়ী শ্রমিকরা অর্থ উপার্জনের জন্য বাড়ি থেকে অনেক দূরে ভ্রমণ করে, প্রায়শই একাকী বোধ করে। যীশুর গল্পে, একজন ভালো সামারিটান একজন অভাবী মানুষকে লক্ষ্য করেছিল এবং তাকে সাহায্য করেছিল। ঈশ্বর বাড়ি থেকে দূরে থাকা লোকদের যত্ন নেন এবং চান আমরাও যেন তাদের লক্ষ্য করি এবং তাদের যত্ন নিই।

চলো একসাথে প্রার্থনা করি

প্রিয় ঈশ্বর, আমাকে সেই লোকদের প্রতি সদয় হতে সাহায্য করুন যারা বাড়ি থেকে দূরে থাকে। আমাকে অন্যদের যত্ন নেওয়ার জন্য যথেষ্ট সাহসী করুন। আমেন।

বড়রা

আজ বড়রা, পরিযায়ী শ্রমিকদের জন্য প্রার্থনা করছে যারা বাড়ি থেকে অনেক দূরে আছে। তারা ঈশ্বরকে অনুরোধ করছে যেন পেছনে ফেলে আসা পরিবারগুলোকে রক্ষা করেন এবং তাদের মর্যাদা ও ন্যায়বিচার প্রদান করেন।

এসো প্রার্থনা করি

> প্রভু, যাদের বাবা-মা কাজের সন্ধানে বহু দূরে চলে যায় সেইসব শিশুদের সান্ত্বনা দাও।

> যীশু, পরিযায়ী শ্রমিকদের পরিবার গুলোকে রক্ষা করো এবং তাদের আশায় ভরিয়ে দাও।

কী করতে পারো:

একটি “কাইন্ডনেস কার্ড” বানাও এমন কারো জন্য যে তোমার পরিবারের কেউ নয় — তোমার কোন প্রতিবেশী হতে পারে বা তোমার শিক্ষক।

স্মরণীয় বাক্য:

“তোমার প্রতিবেশীকে তোমার নিজের মত করে ভালোবাসো।”
— লূক ১০:২৭

জাস্টিন মনে করে

একবার স্কুল ট্রিপে গিয়ে আমার মনে হয়েছিল আমি হারিয়ে গেছি। ভয় পেয়েছিলাম, যতক্ষণ না কেউ সাহায্য করতে এসেছিল। অনেক শিশুই ঘর থেকে দূরে থাকলে এমন অনুভব করে। সহৃদয় আচরণ দেখিয়ে আমরাও সেই সামারিটানের মতো হতে পারি। একটা হাসি বা ছোট কোন সাহায্য আশার আলো দেখাতে পারে।

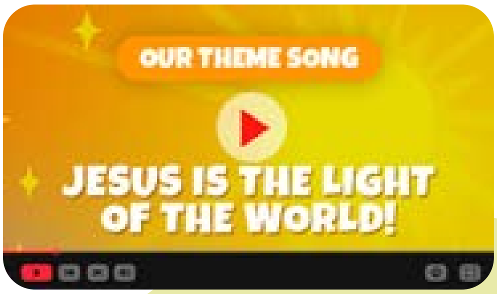

আজকের গান:

৪র্থ দিন

সোমবার ২০শে অক্টোবর

আজকের থিম

শান্তি

যীশু ভয় ও লজ্জার ঝড় শান্ত করেন

হ্যালো জ্বলজ্বলে তারা! আজ তুমি দেখবে তোমার মত শিশুরা কীভাবে স্কুলে যায়, খেলা করে এবং স্বপ্ন দেখে। চলো যীশুকে বলি তিনি যেন তাদের চলার পথের পথপ্রদর্শক হন!

এই গল্পটা পড়ো!

মার্ক ৪:৩৫–৪১

গল্পের ভূমিকা...

একদিন রাতে, যীশুর বন্ধুরা একটা নৌকায় ছিল, ঠিক তখনই প্রচণ্ড এক ঝড় উঠল। ঢেউগুলো আছড়ে পড়তে শুরু করল আর তারা ভয় পেয়ে গেল! যীশু উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, “শান্ত হও! স্থির থাকো!” আর ঝড় থেমে গেল।

চলো এটা ভেবে দেখি:

ঝড় বড় ভয়ের এবং কখনও কখনও আমাদের জীবনেও মনের ভিতরে ঝড় ওঠে — ভয়, উদ্বেগ বা লজ্জা আমাদের হৃদয়কে কাঁপিয়ে দিতে পারে। কিন্তু যীশু যেকোনো ঝড়ের চেয়েও শক্তিশালী! তিনি আমাদের ভয় শান্ত করতে পারেন, আমাদের শান্তি দিতে পারেন এবং আমাদের মনে করিয়ে দিতে পারেন যে আমরা তাঁর ভালোবাসায় নিরাপদ।

চলো একসাথে প্রার্থনা করি

প্রভু যীশু, যখন আমি ভয় পাই, তখন আমাকে শান্তি দিও। তোমাকে ধন্যবাদ যে তুমি যে কোনও ঝড়ের চেয়ে শক্তিশালী। আমেন।

বড়রা

আজ বড়রা, ভয়, লজ্জা এবং উদ্বেগে ভারাক্রান্ত হিন্দুদের জন্য প্রার্থনা করছে। তারা যীশুর কাছে অনুরোধ করছে যেন তিনি তাঁর ভালোবাসায় তাদেরকে শান্তি, সাহস এবং স্বাধীনতা দেন।

এসো প্রার্থনা করি

> যীশু, হিন্দু শিশুদের ভয় শান্ত করো এবং তাদেরকে তোমার শান্তি দাও।

> প্রভু, লুকানো লজ্জা নিরাময় করো এবং শিশুদের মনে করিয়ে দাও যে তুমি তাদের গভীরভাবে ভালোবাসো।

কী করতে পারো:

বড় বড় ঢেউয়ের ছবি আঁকো। তারপর সবার উপরে লেখো “যীশু আমাকে শান্তি দাও”।

স্মরণীয় বাক্য:

“ভয় পেয়ো না, কারণ আমি তোমার সাথে আছি।”
— ইশাইয়া ৪১:১০

জাস্টিন মনে করে

পরীক্ষার আগে বা রাতে কখনও কখনও আমার ভয় লাগে। যখন আমি যীশুর সাথে ফিসফিসিয়ে কথা বলি, তিনি আমার ভিতরের ঝড় শান্ত করে দেন। বলো, “যীশু, আমি তোমাকে বিশ্বাস করি।” তাঁর শান্তি ভয়ের চেয়েও শক্তিশালী হয়ে উঠুক।

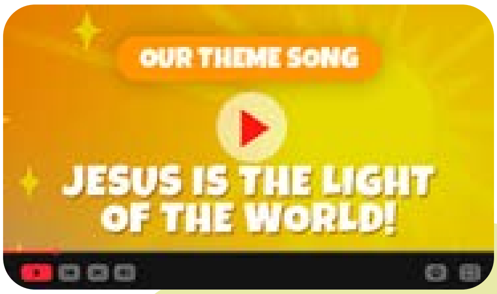

আজকের গান:

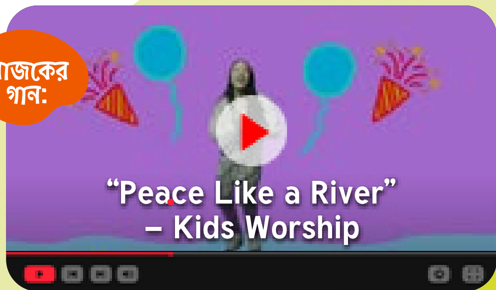

মঙ্গলবার ২১শে অক্টোবর

৫ম দিন

আজকের থিম

সম্পদ

ঈশ্বরের চোখে প্রতিটি শিশুই মূল্যবান সম্পদ

হাই অভিযাত্রী! আজকের অভিযান আমাদের নিয়ে যাবে পরিবার ও বন্ধুত্বের জগতে। প্রার্থনা করার সময় কল্পনা করো, ঈশ্বরের বৃহৎ পরিবার সর্বত্র ভালোবাসা ও হাসিতে বেড়ে উঠছে!

এই গল্পটা পড়ো!

ম্যাথিউ ১৩:৪৪

গল্পের ভূমিকা...

যীশু বলেছিলেন ঈশ্বরের রাজ্য হল জমিতে লুকানো ধন-সম্পদের মতো। একজন লোক সেই জমিটি খুঁজে পেল এবং নিজের সবকিছু বিক্রি করে দিল, যাতে সে সেই জমিটি কিনে নিতে পারে এবং সেই ধন-সম্পদ পেতে পারে।

চলো এটা ভেবে দেখি:

খুব মূল্যবান কিছুর কথা ভাব — সেটা সোনা, রত্ন, বা একটা বিরল কয়েন হতে পারে। ঈশ্বর আমাদের সম্পর্কে এমনই বোধ করেন! আমরা তাঁর সম্পদ এবং তিনি আমাদের উদ্ধার করার জন্য তাঁর পুত্র, যীশুকে দান করেছেন। প্রতিটি দেশের — প্রতিটি শিশু — তাঁর কাছে মূল্যবান। তিনি তাদের একজনকেও হারাতে চান না।

চলো একসাথে প্রার্থনা করি

প্রিয় পিতা, আমাকে তোমার সম্পদ করার জন্য ধন্যবাদ। আমাকে সাহায্য করো আমি যেন অন্য যেকোনো কিছুর চেয়ে তোমাকে বেশি মূল্যবান করে তুলতে পারি। আমেন।

কী করতে পারো:

একটা কয়েন বা খেলনা লুকাও। কাউকে সেটা খুঁজে বের করতে দাও, তারপর তাকে বলো, “এভাবেই ঈশ্বর আমাদের খুঁজে পান!”

স্মরণীয় বাক্য:

“আমার দৃষ্টিতে তুমি মূল্যবান এবং সম্মানিত।”
— ইশাইয়া ৪৩:৪

জাস্টিন মনে করে

একবার আমি আমার প্রিয় মোবাইল ফোনটা হারিয়ে ফেলেছিলাম এবং তারপর যখন সেটা খুঁজে পাই তখন খুব আনন্দ হয়েছিল। ঈশ্বর আমাদের সম্পর্কে ঠিক এরকমই মনে করেন। আমরা হলাম তাঁর সম্পদ। মানুষদের সম্পদের মত ভাবো — কারণ তারা তাঁর কাছে অমূল্য।

বড়রা

আজ বড়রা, ভারতের দুর্বল শ্রেণীর জন্য প্রার্থনা করছে — শিশু, বিধবা এবং বয়স্ক — ঈশ্বরকে অনুরোধ করছে যেন তিনি তাঁর পরিত্রাণের সম্পদ, তাদেরকে রক্ষা করেন, উদ্ধার করেন এবং প্রকাশ করেন।

এসো প্রার্থনা করি

> ঈশ্বর, বিধবা, অনাথ ও বয়স্কদের দেখাও যে তারা মূল্যবান।

> যীশু, ভারতের দুর্বল শিশুদের রক্ষা করো এবং তোমার মহান সম্পদ প্রকাশ করো।

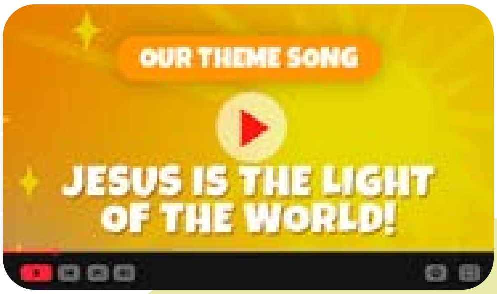

আজকের গান:

৬ষ্ঠ দিন

বুধবার ২২শে অক্টোবর

আজকের থিম

নিরাময়

মানুষের ভেদাভেদের মাঝে যীশু শান্তি নিয়ে আসেন

স্বাগতম, প্রার্থনার যোদ্ধা! আজকে তুমি শুনবে শিশুরা যে সমস্ত চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয় সেগুলো। চিন্তা কোরো না — ঈশ্বর আরও শক্তিশালী! তোমার প্রার্থনা তাদের জন্য সাহস, সান্ত্বনা এবং শান্তি এনে দিতে পারে।

এই গল্পটা পড়ো!

ম্যাথিউ ২১:২৮–৩২

গল্পের ভূমিকা...

একজন বাবা তাঁর দুই ছেলেকে নিজের আঙুরক্ষেতে কাজ করতে বললেন। একজন বলল “না,” কিন্তু পরে গেল; আরেকজন বলল “হ্যাঁ,” কিন্তু গেল না। যীশু দেখিয়েছেন যে ঈশ্বরের আদেশ পালন করলে সত্যিকারের শান্তি আসে।

চলো এটা ভেবে দেখি:

কখনও কখনও পরিবারগুলিতে ঝগড়া হয়, বন্ধুরা মারামারি করে, অথবা দেশ ভাগ হয়ে যায়। এইসব ঘটনা মানুষকে কষ্ট দেয় এবং ঈশ্বরের হৃদয় ভেঙে দেয়। কিন্তু যীশু যেখানে কষ্ট আছে সেখানে নিরাময় এবং যেখানে লড়াই আছে সেখানে শান্তি আনতে ভালোবাসেন। তিনি আমাদের শান্তির দূত হতে আমন্ত্রণ জানান, আমাদের কথা এবং কাজের মাধ্যমে তাঁর ভালোবাসা প্রদর্শন করেন।

চলো একসাথে প্রার্থনা করি

প্রভু যীশু, আমাকে সাহায্য করো আমি যেন শুধু কথা না বলে, তোমার নির্দেশ মতো কাজ করি। পরিবারগুলিতে আরোগ্য নিয়ে এসো এবং দেশগুলোতে শান্তি। আমেন।

কী করতে পারো:

একটা কাগজের চেন বানাও। প্রত্যেকটা টুকরোর মধ্যে পরিবার বা বন্ধুদের নাম লেখো, তারপর তাদের মধ্যে শান্তির জন্য প্রার্থনা করো।

স্মরণীয় বাক্য:

“যারা শান্তি স্থাপন করে তারা ধন্য, কারণ তারা ঈশ্বরের সন্তান বলে পরিচিত হবে।” — ম্যাথিউ ৫:৯

জাস্টিন মনে করে

মাঝে মাঝে যখন মানুষ আমাকে বোঝে না, তখন আমার খুব কষ্ট হয়। কিন্তু যখন কেউ সহৃদয় ভাবে আমার কথা শোনে, তখন তা ভেতরে আরোগ্য নিয়ে আসে। যীশু আমাদের ভেতরের ভাঙা জায়গাগুলো, কষ্টগুলো সারিয়ে তোলেন। তুমিও অন্যের কথা শুনে, হেসে এবং ভালোবাসা দেখিয়ে তাঁর আরোগ্যের অংশ হতে পারো।

বড়রা

আজ বড়রা, বিভক্ত সম্প্রদায়ের শান্তির জন্য প্রার্থনা করছে। তারা ঈশ্বরের কাছে অনুরোধ করছে তিনি যেন তাঁর করুণা ও সত্য দিয়ে ভারতের ভূমিকে হিংসা, অবিচার এবং ঘৃণা থেকে মুক্ত করেন।

এসো প্রার্থনা করি

> প্রভু, বিভক্ত পরিবারগুলিতে শান্তি আনো এবং বিক্ষুব্ধ সম্প্রদায়গুলিকে সুস্থ করো।

> যীশু, তোমার সত্যের আলোয় আলোকিত হওয়ার জন্য ভারত জুড়ে শান্তি প্রতিষ্ঠাকারীদের পাঠাও।

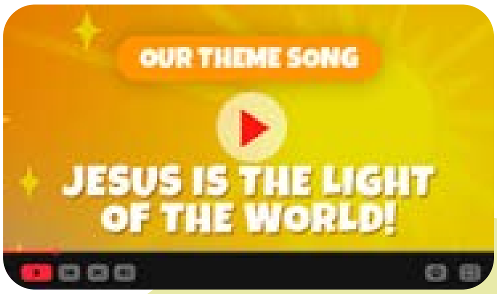

আজকের গান:

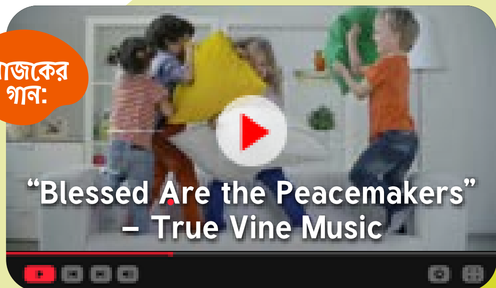

বৃহস্পতিবার ২৩শে অক্টোবর

আজকের থিম

স্বাগতম

ঈশ্বরের রাজ্য ছোট-বড় সকলকে স্বাগত জানায়

হ্যালো বন্ধু! আজ আমরা রঙিন উৎসব ও উদযাপন ঘুরে দেখব। কল্পনা করো, তোমার হৃদয় আনন্দে ভরে যাচ্ছে — শুধু উৎসব থেকে নয়, বরং যিনি বিশ্বের সত্যিকারের আলো, সেই যীশুর কাছ থেকে!

এই গল্পটা পড়ো!

লূক ১৪:১৫–২৪

গল্পের ভূমিকা...

একবার এক ব্যক্তি তার বাড়িতে বিশাল ভোজসভার আয়োজন করেছিলেন। কিন্তু আমন্ত্রিত অতিথিরা আসতে চাইল না, তাই তিনি গরিব, অক্ষম এবং রাস্তায় থাকা অচেনা মানুষদের স্বাগত জানালেন। ঈশ্বরের রাজ্যও ঠিক তেমন—সবার জন্য খোলা, সকলেই আমন্ত্রিত!

চলো এটা ভেবে দেখি:

ঈশ্বর কেবল ধনী, বুদ্ধিমান বা ক্ষমতাবানদেরই আমন্ত্রণ জানান না। তিনি সকলকে স্বাগত জানান — এমনকি যারা নিজেদের অপ্রয়োজনীয় গুরুত্বহীন বলে মনে করেন তাদেরও। যীশু তাঁর টেবিলে প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য জায়গা করে দেন। তাঁর রাজ্যে, কোনও "বহিরাগত" নেই। তুমি-আমি দুজনেই স্বাগত এবং সেইসঙ্গে সারা বিশ্বের সমস্ত শিশুরাও।

চলো একসাথে প্রার্থনা করি

তোমাকে ধন্যবাদ, পিতা, তোমার রাজ্য সকলের জন্য খোলা। আমাকে সাহায্য করো যাতে আমিও তোমার মতো করে মানুষকে স্বাগত জানাতে এবং ভালোবাসতে পারি। আমেন।

কী করতে পারো:

তোমার খাবার টেবিলে আর একজনের জন্য একটা জায়গা রাখো যাতে তোমার মনে থাকে যেসব শিশু এখনও যীশুকে চেনে না তাদের জন্য প্রার্থনা করার কথা।

স্মরণীয় বাক্য:

"অতএব খ্রিস্ট যেমন তোমাদের গ্রহণ করেছেন, তেমনি তোমরাও একে অপরকে গ্রহণ করো।" — রোমানস্ ১৫:৭

জাস্টিন মনে করে

কোন কিছু থেকে বাদ পরে গেলে কষ্ট হয়। কিন্তু কেউ যখন বলে, "এসো, আমাদের সঙ্গে যোগ দাও," তখন মনে হয় জীবন ফিরে পেলাম। ঈশ্বরের রাজ্যও এরকমই। যীশু সবাইকে আমন্ত্রণ জানান। এই সপ্তাহে, এমন কাউকে আমন্ত্রণ করো, যে নিজেকে বাইরের লোক বলে মনে করে।

বড়রা

আজ বড়রা, দলিত এবং জাতিভেদের শিকার অন্যান্যদের জন্য প্রার্থনা করছে। তারা যীশুকে অনুরোধ করছে তিনি যেন তাঁর রাজ্যের সাদর আমন্ত্রণ এবং ভালোবাসার মাধ্যমে আরোগ্য, মর্যাদা এবং সমতা নিয়ে আসেন।

এসো প্রার্থনা করি

> প্রভু, আনন্দের সঙ্গে তোমার রাজ্যের পরিবারে দলিত শিশুদের স্বাগত জানাও।

> যীশু, জাতিভেদের সীমা ভেঙে ফেলো এবং সবার প্রতি সমান ভালোবাসা দেখাও।

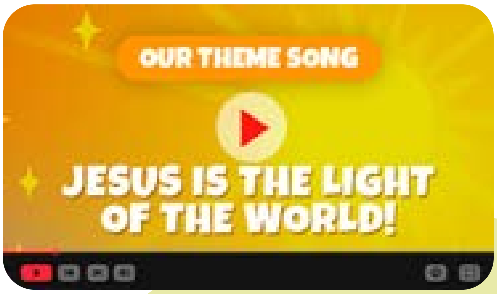

আজকের গান:

৮ম দিন

শুক্রবার ২৪শে অক্টোবর

আজকের থিম

সাহস

ঈশ্বর যীশুর জন্য আমাদের সাহসী করে তোলেন

আবার স্বাগতম তোমাকে, পরাক্রমশালী সহায়ক! আজ আমরা শিখব কীভাবে ঈশ্বরের বাণী চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ছে। চল প্রার্থনা করি, যেন প্রতিটি শিশু যীশুর ভালোবাসার সুসমাচার শুনতে পায়।

এই গল্পটা পড়ো!

ম্যাথিউ ৭:২৪–২৭

গল্পের ভূমিকা...

একজন জ্ঞানী ব্যক্তি পাথরের উপর তার বাড়ি তৈরি করেছিলেন। একদিন যখন ঝড় এল, তখনও বাড়িটি শক্তভাবে দাঁড়িয়েছিল। আর একজন মূর্খ ব্যক্তি বালির উপর তার বাড়ি তৈরি করেছিলেন এবং ঝড়ে তার বাড়ি ভেঙে পড়েছিল।

চলো এটা ভেবে দেখি:

জীবন মাঝে মাঝে নড়বড়ে লাগে — যখন যীশুকে অনুসরণ করার জন্য আমাদের নিয়ে উপহাস করা হয় বা আমাদের সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করা হয়। কিন্তু যদি আমরা আমাদের জীবন তাঁর কথার ওপর গড়ে তুলি, তাহলে আমরা সেই পাথরের বাড়ির মতো শক্তিশালী থাকব। ঈশ্বর আমাদের সাহস দেন যাতে আমরা জীবনের কঠিন পরিস্থিতিতেও দৃঢ়ভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে পারি।

চলো একসাথে প্রার্থনা করি

প্রিয় যীশু, আমাকে সাহায্য করো আমি যেন তোমার ওপর আমার জীবন গড়ে তুলতে পারি। আমাকে সাহস দাও আমি যেন কঠিন পরিস্থিতিতেও তোমাকে অনুসরণ করতে পারি।

কী করতে পারো:

কাগজের কাপ বা ব্লক দিয়ে একটা টাওয়ার বানাও। যখন এটা উঁচু হয়ে দাঁড়িয়ে থাকবে, প্রার্থনা করো শিশুরাও যেন তাদের বিশ্বাসে শক্ত হয়ে দাঁড়াতে পারে।

স্মরণীয় বাক্য:

“শক্তিশালী এবং সাহসী হও... প্রভুর জন্য ঈশ্বর তোমার সঙ্গে আছেন”
— জোশুয়া ১:৯

জাস্টিন মনে করে

আমি মানুষের সামনে কথা বলার সময় নার্ভাস হয়ে যাই। হয়তো তুমিও তাই। সাহস মানে কিন্তু ভয় না পাওয়া নয়, বরং ভয়ের সময়ে ঈশ্বরের ওপর বিশ্বাস রাখার নাম সাহস। যীশুর কাছে শক্তি প্রার্থনা করো এবং একটি সাহসী পদক্ষেপ নাও।

বড়রা

আজ বড়রা, ভারতের নিপীড়িত বিশ্বাসীদের জন্য প্রার্থনা করছে। তারা ঈশ্বরের কাছে অনুরোধ করছে তিনি যেন তাদের বিশ্বাস শক্তিশালী করেন, তাদের ক্ষত নিরাময় করেন এবং যীশুর জন্য দাঁড়ানোর সাহস প্রদান করেন।

এসো প্রার্থনা করি

> প্রভু, সেইসব শিশুদের শক্তিশালী করো যারা বিপদের সম্মুখীন হলেও তোমার উপর বিশ্বাস রাখে ।

> যীশু, নির্যাতিত বিশ্বাসীদের সাহস দাও যেন তারা দৃঢ়ভাবে তাদের বিশ্বাসে দাঁড়াতে পারে।

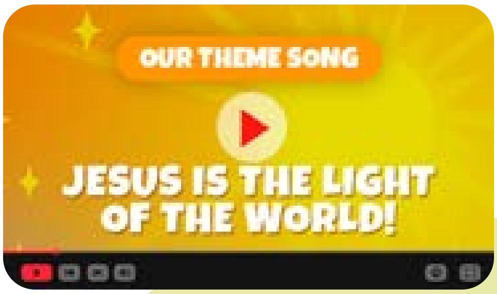

আজকের গান:

৯ম
দিন

শনিবার ২৫শে অক্টোবর

আজকের থিম

মূল্য

ছোট ছেলেমেয়েদের ঈশ্বর দেখেন
এবং ভালোবাসেন

হ্যালো বন্ধু! আজ আমরা জানব প্রার্থনা কীভাবে জীবন বদলে দেয়। ঈশ্বর তোমার মতন শিশুদের কথা শোনেন — তোমার প্রার্থনা অন্ধকারে থাকা কারো জীবনে আলো নিয়ে আসতে পারে!

এই গল্পটা পড়ো!

ম্যাথিউ ১৩:৪৫–৪৬

গল্পের ভূমিকা...

যীশু বলেছিলেন যে স্বর্গরাজ্য হল একজন বণিকের মতো যে সুন্দর নিখুঁত মুক্তো খুঁজে বেড়াচ্ছে। যখন সে একটি অত্যন্ত মূল্যবান মুক্তো পেল, তখন সে সেটি কেনার জন্য তার সবকিছু বিক্রি করে দিল।

চলো এটা ভেবে দেখি:

প্রতিটি মুক্তোই স্পেশাল এবং সুন্দর — ঠিক প্রতিটি শিশুর মতো। ঈশ্বর একজনকে অন্যজনের চেয়ে বেশি মূল্যবান বলে মনে করেন না। ছেলে এবং মেয়ে, ধনী এবং গরিব, তরুণ এবং বৃদ্ধ — সকলেই তাঁর কাছে মূল্যবান। তাঁর ভালোবাসা আমাদের প্রত্যেককে অপরিসীম মূল্যবান করে তোলে।

চলো একসাথে প্রার্থনা করি

ধন্যবাদ প্রভু, আমি আপনার কাছে মূল্যবান। আমাকে সাহায্য করো যেন অন্যদেরকেও আমি মূল্যবান মনে করতে পারি। আমেন।

কী করতে পারো:

চকচকে কিছু একটা খুঁজে নাও (যেমন একটা পুঁতি বা মার্বেল)। তারপর সেটা তোমার হাতের মুঠোয় ধরে বল, “ঈশ্বর, আমাকে ভালোবাসার জন্য তোমাকে ধন্যবাদ।”

স্মরণীয় বাক্য:

“সব চটকের থেকেও তোমার মূল্য অনেক বেশি।”
— ম্যাথিউ ১০:৩১

জাস্টিন মনে করে

কখনও কখনও বাচ্চাদের উপহাস করা হয় কারণ তারা অন্যভাবে আচরণ করে বা কাজগুলি এমনভাবে করে যা অন্যরা বুঝতে পারে না। এটা সত্যিই খুব কষ্টদায়ক। কিন্তু ঈশ্বর বলেন প্রতিটি শিশুই মূল্যবান, ঠিক এমন একটা মুক্তোর মত যা প্রতিস্থাপন করা যায় না। যদি তুমি কাউকে নিয়ে মজা করতে দেখো, তাহলে তুমি তার পাশে গিয়ে বসতে পারো বা তার সঙ্গে সহৃদয় ভাবে কথা বলতে পারো। ছোট ছোট সহৃদয়তার কাজগুলি তাদের দেখায় যে তারা যেমন, ঠিক তেমন ভাবেই তারা মূল্যবান এবং ভালোবাসা পেয়েছে।

বড়রা

আজ বড়রা, ভারতের নারী ও মেয়েদের জন্য প্রার্থনা করছে। তারা ঈশ্বরকে অনুরোধ করছে যেন তিনি তাদের ক্ষতি থেকে রক্ষা করেন, মানসিক আঘাত নিরাময় করেন এবং খ্রিষ্টের মধ্যে তাদের মূল্য ফিরিয়ে আনেন।

এসো প্রার্থনা করি

> ঈশ্বর, ছোট মেয়েদের ও ছেলেদের ক্ষতি ও অন্যায় আচরণ থেকে রক্ষা করো।

> যীশু, প্রতিটি শিশুকে তাদের সত্যিকারের মূল্য ও মর্যাদা দেখাও।

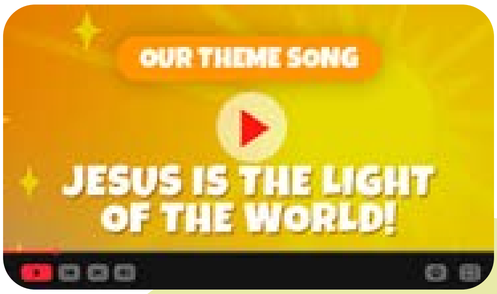

আজকের গান:

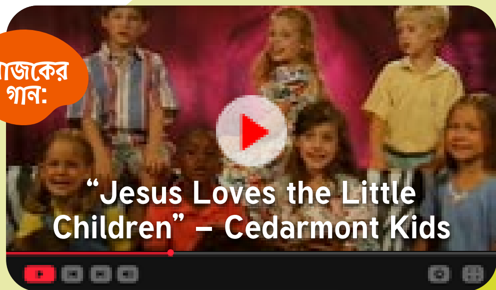

১০ম দিন

রবিবার ২৬শে অক্টোবর

আজকের থিম

ভবিষ্যৎ

যীশু আশা ও আনন্দ দিয়ে ছোটদের হৃদয় ভরিয়ে দেন

বাহ — তুমি পেরেছো! আজ আমরা যা যা প্রার্থনা করেছি এবং শিখেছি সেগুলি সেলিব্রেশন করবো। চলো একসাথে, আমরা উজ্জ্বলভাবে আলোকিত হই, যেখানেই যাই না কেন সেখানেই যীশুর আলো ছড়িয়ে দিই!

এই গল্পটা পড়ো!

ম্যাথিউ ১৩:১–২৩

গল্পের ভূমিকা...

একজন কৃষক জমিতে বীজ ছড়াচ্ছিলেন। কিছু বীজ পথের উপরে, পাথরে এবং কাঁটার উপর পড়ল, সেগুলো বেড়ে উঠল না। কিন্তু কিছু ভাল মাটিতে পড়ল এবং সেগুলি শক্তিশালী এবং সুস্থ অবস্থায় বেড়ে উঠল। যীশু ব্যাখ্যা করেছিলেন যে ভাল মাটি হল এমন একটি হৃদয় যা ঈশ্বরের বাণী শোনে।

চলো এটা ভেবে দেখি:

বীজ সবচেয়ে ভালো জন্মায় ভালো মাটিতে, যেখানে নিয়মিত জল দেওয়া হয় এবং যত্ন নেওয়া হয়। আমাদের হৃদয়ও মাটির মতো — যখন আমরা ঈশ্বরের বাণী শুনি, তখন আমাদের জীবন শক্তিশালী হয়। যীশু তরুণদের ভবিষ্যতের জন্য আশা এবং আজকের আনন্দ দেন, তা সে তারা যে চাপের মুখোমুখিই হোক না কেন।

চলো একসাথে প্রার্থনা করি

পবিত্র আত্মা, তোমার বাণী আমার ভিতরে গভীরভাবে রোপণ করো যাতে আমি বিশ্বাসে শক্তিশালী হয়ে উঠতে পারি। আমাকে আনন্দ এবং ভবিষ্যতের জন্য আশা দাও। আমেন।

কী করতে পারো:

একটা টবের মধ্যে একটা বীজ রোপণ করো। যখন তুমি এটায় জল দেবে, তখন ভারতের শিশুদের জন্য প্রার্থনা করবে তারা যেন যীশুর ভালোবাসায় বেড়ে উঠতে পারে।

স্মরণীয় বাক্য:

"যাদের মন স্থির, তুমি তাদেরকে পূর্ণ শান্তিতে রাখবে।"
— ইশাইয়া ২৬:৩

জাস্টিন মনে করে

বিশ্বাস হল বীজ রোপণ করার মত। ভাবো যখন তুমি মাটিতে বীজ পুঁতছো; তুমি কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে কোনও গাছ দেখতে পাও না। তুমি তাতে জল দাও, সেটা রোদ্দুরে রাখো এবং অপেক্ষা করো। ধীরে ধীরে, এটা বাড়তে শুরু করে। বিশ্বাসও একইরকমভাবে কাজ করে। যখন তুমি প্রার্থনা করো, বাইবেল পড়ো বা ছোট ছোট বিষয়ে ঈশ্বরের ওপর বিশ্বাস রাখো, তখন তোমার বিশ্বাসও একটু একটু করে বেড়ে ওঠে। ঠিক যেমন একটা বীজ একদিন শক্তিশালী গাছে পরিণত হয়, ঈশ্বর তোমার ভেতরে সুন্দর কিছু বড় করে তুলছেন, আশা এবং আনন্দে ভরা এক ভবিষ্যৎ।

বড়রা

আজ বড়রা, ভারতের যুবসমাজের জন্য প্রার্থনা করছে। তারা ঈশ্বরকে অনুরোধ করছে যেন তিনি হতাশা এবং দুঃখের চিন্তাভাবনা ভেঙে দেন এবং আশায় ভরা সাহসী তরুণ বিশ্বাসীদের গড়ে তোলেন।

এসো প্রার্থনা করি

> প্রভু, ভারতের যুবকদের আগামী দিনের জন্য আশা ও আনন্দ দাও।

> যীশু, আজ হিন্দু শিশুদের হৃদয়ে বিশ্বাসের বীজ রোপণ করো।

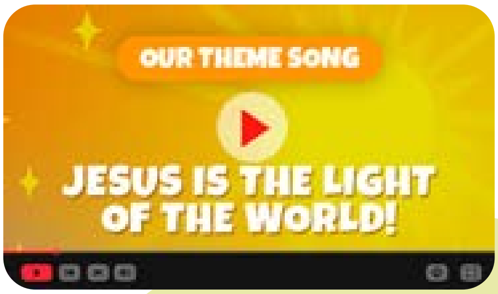

আজকের গান:

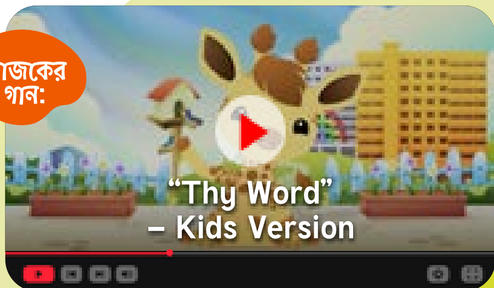

ধন্যবাদ

হিন্দু বিশ্বের জন্য প্রার্থনায় তোমরা আমাদের সাথে যোগ দিয়েছ।
আরও খবর এবং পরবর্তী প্রার্থনা গাইডের জন্য সাইন আপ করো এখানে

2 BILLION CHILDREN

প্রস্তুত করেছে www.2bc.world

WWW.110CITIES.COM

ইন্টারন্যাশনাল প্রেয়ার কানেক্ট এবং উপরে উল্লিখিত অংশীদারদের সহযোগীতায়, এই গাইডটি সম্পর্কে গবেষণা করেছে এবং এটি লিখেছে 2BC টিম। ছবিগুলি যান্ত্রিকভাবে তৈরি এবং শুধুমাত্র উপস্থাপনমূলক উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়েছে। জীবিত বা মৃত কোন ব্যক্তির সঙ্গে যেকোন রকম সাদৃশ্য সম্পূর্ণরূপে কাকতালীয়। এই উপকরণটি শুধুমাত্র ব্যক্তিগত ব্যবহারের জন্য বিনামূল্যে প্রদান করা হয়েছে। আপনি যদি বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে বিষয়বস্তু পুনরুৎপাদন, প্রচার বা পুনঃপ্রকাশ করতে চান তাহলে আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করুন। www.2bc.world

আলো খোঁজার গল্প

শিশুদের প্রার্থনা গাইড

১৭ই - ২৬শে অক্টোবর ২০২৫

যীশুর উপমাগুলি জানো, প্রার্থনায় বেড়ে ওঠো, এবং তাঁর আলো ছড়িয়ে দাও!

হিন্দু বিশ্বের জন্য শিশুদের ১০ দিনের প্রার্থনা

2BC 2 BILLION CHILDREN · 110 Cities · 24:14 · WEA WORLD EVANGELICAL ALLIANCE · PRAYER TOOLS

WWW.110CITIES.COM